সংবাদ

তারিখ ... 10 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১১ ... কলাম ৩ ...

আমতলীতে শিক্ষার নামে কোচিং ব্যাণিজ্য

প্রতিনিধি, আমতলী

বরগুনার আমতলী উপজেলার গ্রাম- গ্রামান্তরে চলছে শিক্ষার নামে অবৈধ কোচিং ব্যাণিজ্য। অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতারণার জন্য সাইন বোর্ডে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুসরণ না করে গ্রামের বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাত্রীরা প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে কোচিং সেন্টার চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১২ সালের ২০ জুন শিক্ষা মন্ত্রনালয় এক পরিপত্র জারি করেন। ওই পরিপত্রে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে একটি নীতিমালা করা হয়। নীতিমালায় পরিস্কার উল্লেখ করা হয় এক শ্রেণী শিক্ষক শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করছে। এতে শিক্ষকদের কাছে অভিভাবকরা জিম্মি হয়ে পরেছে। এ বিষয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং (৭৩৬৬/২০১১) এর আদেশ কারণে কোচিং ব্যাণিজ্য বন্ধে সরকার কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালাতে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম চলাকালীন সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষক কোচিং করতে পাবে না। শুধুমাত্র অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ের ক্লাসের আগে কিংবা পরে পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের জন্য ওই বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবে। এক্ষেত্রে ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর বেশি করতে পারে না। প্রতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্থানীয় পর্যায় মাসিক ১৫০ টাকা ফি গ্রহণ করতে পারবে। এই নীতিমালা পৌর শহরসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করে আসছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে গ্রাম-গ্রামান্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানছে না। এর মধ্যে চলাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুকুয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাহিরে কোচিং সেন্টার খুলে ব্যানিজ্য করে যাচ্ছে। আঠারোগাছিয়া ইউনিয়নের উত্তর সোনাখালী স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন একটি ঘরে আতিকুর রহমান মানিক দীর্ঘদিন যাবত কোচিং সেন্টার খুলে বাণিজ্য করে যাচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই কোচিং সেন্টারে সাইন বোর্ড সাঁটানো হয়েছে। সাইন বোর্ডে নাম দেয়া হয়েছে 'প্রতিভা কোচিং সেন্টার'। লাইসেন্স নং ৯৪/১৪-১৫। প্রশ্ন হচ্ছে কোচিং ব্যাণিজ্য সম্পূর্ণ অবৈধ সেখানে মানিক মিয়া এ নম্বর কি ভাবে পেয়েছে? এ প্রসঙ্গে আতিকুর রহমান মানিক মিয়ার সঙ্গে মুঠো ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমার কোচিং সেন্টারে কোন সাইন বোর্ড ও লাইসেন্স নেই। তিনি স্বীকার করেন তার সেন্টারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০/৩৫ এবং প্রাইমারির ২০/২৫ জন ছাত্রছাত্রী কোচিং করছে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার গোলাম মোস্তফা জানান, আমার জানামতে পৌর শহর সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা অনুসরণ করে চলছে। তিনি আরো বলেন কোচিং সেন্টার অবৈধ সেখানে লাইসেন্স দেয়ার প্রশ্ন আসে না। তিনি বলেন অবৈধ কোচিং সেন্টার বন্ধের জন্য উপজেলা পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়ে মঙ্গলবার জরুরি সভা আহ্বান করা হয়েছে। এদিকে সোমবার দুপুর ১টার দিকে মুঠো ফোনে প্রতিভা কোচিং সেন্টারে প্রধানের আতিকুর রহমান মানিকের সঙ্গে কথা বলার পর পর কোচিং সেন্টারে সেই সাইন বোর্ডটি নামিয়ে ফেলেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।